গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা
www.dls.gov.bd

বিষয়: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় বিষয়ক কর্মশালার কার্যবিবরণীঃ

কর্মশালার তারিখ	: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।
সময়	: সকাল ৯.০০ ঘটিকা – বিকাল ৫.০০ ঘটিকা
কর্মশালার স্থান	: সম্মেলন কক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
সভাপতি	: ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
আয়োজক সংস্থা	: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ।

কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

১. কর্মশালার সেশনসমূহ:

১.১. উদ্বোধন পর্ব: ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালা উদ্বোধন করেন। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভ সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেন ও স্টক হোল্ডোদের সমস্যার স্মার্ট সমাধানে অগ্রসরমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রগুলো কর্মশালায় বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

১.২. প্রবন্ধ উপস্থাপন: জনাব মো: শামীম হোসেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংযুক্তি- ইনরেমেশন এন্ড আইটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এ কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে করণীয়, খামার ব্যবস্থাপনা অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশন, ক্যাশলেস ট্রানজেকশন, লাইভস্টক ডাটা ইন্টারঅপারেবল, ই-ট্রেসিবিলিটি, খামারিদের সমস্যা, সম্ভনাময় ও প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার, পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা, সার্কুলার ইকোনমি এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও'র অংশগ্রহণ বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১.৩: গ্রুপ ওয়ার্ক: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের করণীয় বিষয়ে চারটি দলের আওতায় গ্রুপ ওয়ার্ক পরিচালিত হয় এবং দলসমূহ তাদের উপস্থাপনা প্রদান করেন। ডা: এ, বি, এম, সাইফুজ্জামান, পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা ও ইনোভেশন অফিসার এ সেশনের সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১.৪. মুক্ত আলোচনা: ডা: এ, বি, এম, সাইফুজ্জামান, পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা এ সেশনের সঞ্চালক হিসেবে বিদ্যমান আইন/ বিধি/ নীতিমালা পর্যায়ে গ্রহনযোগ্য সংশোধন এনে অধিকতর সেবা বান্ধবকরণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভায় মুক্ত আলোচনা আহবান করেন ।

ডাঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপপরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, তিনি খামারী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্টানকে ডিজিটাল দক্ষতা ও স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্বির মাধ্যমে দ্রুত সেবা প্রদান ও পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

জনাব শাহেদা আক্তার, জেলা ট্রেনিং অফিসার, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বলেন, মোবাইল ব্যাংকিং/ ক্যাশলেস ট্রানজেকশন এর মাধ্যমে খামারিদের খামার নবায়ন ফি, লাইসেন্স ফি প্রদান করা গেলে সেবা সহজ হত।

ডাঃ সেলিনা নাজমুন নাহার, পিএসও, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা, তিনি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্বির মাধ্যমে কাগজবিহীন সেবা ও অফিস ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সংযুক্তি: কিউসি ল্যাব, সাভার, ঢাকা, তিনি এনিম্যাল ওয়েষ্ট প্রোডাক্ট (রক্ত) বা বাইপ্রোডাক্ট (এবোমেজাম, বুল ষ্টিক ইত্যাদি) প্রোসেসিং প্লান্ট তৈরির মাধ্যমে সারকুলার ইকোনোমি সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোকপাত করেন।

ডাঃ মোহাম্মদ শওকত আলী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা , তিনি অনলাইন মার্কেটিং/ ডিজিটাল হাটের মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রাণি কেনা-বেচা বিষয়ে আলোকপাত করেন।

জনাব মোরশেদা ইয়াসমিন, সায়েন্টিফিক অফিসার, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ঢাকা, তিনি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র সমূহে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভ আরও ব্যাপক ভাবে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতামত প্রদান করেন।

ডা: শুভ মজুমদার, সায়েন্টিফিক অফিসার, প্রাণিসম্পদ গবেষনা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা, তিনি এ্যাপস এর মাধ্যমে অটোমেটেড খামার ব্যবস্থাপনা, অটোমেটেড ভ্যাকসিন সিস্টেম তৈরি করে খামারী, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিতরণ ব্যবস্থার প্রচলন করা যেতে পারে মর্মে আলোকপাত করেন ।

ডাঃ সুব্রত মালাকার, ভেটেরিনারি সার্জন, মেট্রো প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সুত্রাপুর, ঢাকা, ক্যাশলেস ট্রানজেশন প্রচলনের ক্ষেত্রে ডিএলএস এর ইউনিক কিউআর কোড তৈরি করলে জনগনের দারগোড়ায় সেবা পৌছানো আরও সহজ হত মর্মে মতামত প্রকাশ করেন।

জনাব রফিকুল ইসলাম, ইউএলও(এল/আর), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারী চিড়িয়াখানা গুলোতে দর্শনার্থীদের জন্য ই-টিকেটিং ব্যাবস্থা করা যেতে পরে মর্মে আলোকপাত করেন।

২. সমাপনী পর্ব: মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর সভাপতিত্বে উক্ত সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেশনে মুক্ত আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। ডা: এ. বি. এম. সাইফুজ্জামান, পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা, এবং ইনোভেশন অফিসার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন।

৩. ০. কর্মশালায় বিস্তরিত পর্যালোচনার পর নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমঃ	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	খামারী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্টানকে ডিজিটাল দক্ষতা ও স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্বির মাধ্যমে দ্রুত সেবা গ্রহন ও পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২.	সকল নাগরিক সেবা ই-সেবায় রূপান্তরকরণ।	
৩.	ক্যাশলেস ট্রানজেকশন করতে অনলাইন ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মার্চেন্ট একাউন্ট চালুকরন অথবা (Ekpay) এর সাথে ইন্টিগ্রিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	
৪.	ডেইরি, পোল্ট্রি সহ অন্যান্য খামার সমূহে 4IR প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনা অটোমেশন এবং ডিজিটালাইজেশন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	
৫.	অনলাইন মার্কেটিং/ডিজিটাল হাটের মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রাণি কেনা-বেচা আরও বেগবান ও সম্প্রসারন ।	
৬.	এনিম্যাল ওয়েষ্ট প্রোডাক্ট বা বাই প্রোডাক্ট প্রোসেসিং প্লান্ট তৈরির মাধ্যমে সারকুলার ইকোনোমি সৃষ্টি।	
৭.	সকল নাগরিক সেবাকে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট আইডির সাথে ইনটিগ্রেশন।	
৮.	বিদ্যমান আইন/ বিধি/ নীতিমালা পর্যায়ে গ্রহনযোগ্য সংশোধন এনে অধিকতর সেবা বান্ধবকরণ।	
৯.	অগ্রসরমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন।	

পরিশেষে, গৃহীত সুপারিশসমূহের সফল বাস্তবায়ন কামনা করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক (চ:দা:)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।